দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২৬ শাবান ১৪৪৭ ॥ ০১ ফাল্গুন ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ২৭৩ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুন দেখছিল।

সূরা আল ইমরান- ১৩

সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

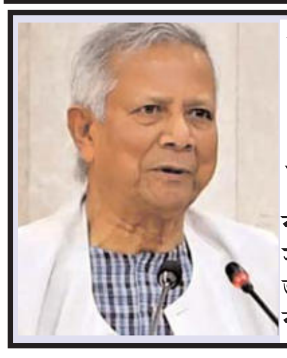

সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে কোস্ট গার্ডের অবদান আরও বিস্তৃত হবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার ও জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

৩১ দফা ও জুলাই সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চলবে: সালাহউদ্দিন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ৩১ দফা ২ এর পাতায় দেখুন

জোটের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর এবং পরিবার হুমকির সম্মুখীন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সারা দেশে বিভিন্ন ২ এর পাতায় দেখুন

ঈদের উৎসবের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন জনগণ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঈদের উৎসবের মতো উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ততায় ২ এর পাতায় দেখুন

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এর প্রবক্তাই হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট এগিয়ে রয়েছে। ফলে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানই হবেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসতে যাচ্ছে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে এ চিত্র উঠে এসেছে। ২৯৯টি আসনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ঘোষিত ফল অনুযায়ী, ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে বিএনপির প্রার্থীরা ২১৮টি আসনে জয়লাভ করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা পেয়েছেন ৬৮টি আসন। এছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি ৬টি, খেলাফত মজলিস-৩টি এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা ৮টি আসনে জয় পেয়েছেন। এর বাইরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একজন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এর আগে বিএনপির পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, দল ক্ষমতায় গেলে চেয়ারম্যান তারেক রহমানই হবেন প্রধানমন্ত্রী। এবারের নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো অংশ নেন এবং ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ দুটি আসনেই জয় অর্জন করেন। সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে শেরপুর-৩ আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ভোট স্থগিত থাকায় এবার ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হয়। এবার নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ২ হাজার ২৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থী ১ হাজার ৭৫৫, স্বতন্ত্র ২৭৩ এবং ৮৩ জন নারী প্রার্থী ছিলেন। এবার ৪২ হাজার ৭৭৯টি কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন।

এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১, নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ এবং ১ হাজার ২৩২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‍্যাবসহ ভোটের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় ১০ লাখ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। দলটির প্রতীক ‘ধানের শীষ’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৯১ জন প্রার্থী। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫৮ জন প্রার্থী ‘হাতপাখা’ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জামায়াতের ২২৪ জন প্রার্থী ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছেন ১৯৮ জন প্রার্থী। আর ৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তরুণদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন ৩২ জন প্রার্থী। গণঅধিকার পরিষদের (নূর) ৯০ এবং কমিউনিস্ট পার্টির ৬৫ প্রার্থী মাঠে ছিলেন। ২৭৩ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৭৬ জন ‘ফুটবল’ প্রতীক নিয়ে মাঠে ছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য দলের ৫৯৭ প্রার্থী নির্বাচনে ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর জাতীয় রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি এককভাবে ২০৯ আসনে জয়লাভ করেছে, যা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আসনের চেয়েও অনেক বেশি। এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে ২০০১ সালের পর আবারও সরকার গঠনের পথে দলটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু একটি নির্বাচনি জয় নয়; বরং দীর্ঘ আন্দোলন, সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক কৌশলের একটি বড় ফলাফল। রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সারাদেশের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি অনেক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বিজয়ী নেতাদের শুভেচ্ছা জানান। বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল পুনর্গঠন, প্রার্থী নির্বাচনে তুলনামূলক সতর্কতা, আওয়ামী লীগ এবং ২ এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমান জাতির নেতা হিসেবে নির্বাচিত: স্বপন

গৌরনদী প্রতিনিধি

বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা এম. জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে দেশনায়ক তারেক রহমানকে জাতির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন, এ বিজয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে পেশিশক্তির চেয়ে গণতন্ত্রের ২ এর পাতায় দেখুন

নিরাপদ দেশ গড়তে তারেক রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছে জনগণ: রহমাতুল্লাহ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে তারেক রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বরিশাল সদর-৫ আসনের বিপুল সংখ্যক নাগরিক বরিশাল সদর রোডস্থ তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে এলে এবং অনুষ্ঠিত মতবিনিময় ও বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। রহমাতুল্লাহ বলেন, বরিশাল সদর-৫ সহ সারাদেশে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয়ী করার মাধ্যমে জনগণ আবারও প্রমাণ করেছে যে তারা বিএনপি ও জিয়া পরিবারের ওপর আস্থা রাখে। এজন্য তিনি ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত সারাদেশে দোয়া মোনাজাতে অংশ হিসেবে বরিশালে দোয়া মোনাজাত করে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার -কীর্তনখোলা

বরিশালে মসজিদে মসজিদে বিএনপির দোয়া-মোনাজাত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশালের প্রায় সকল মসজিদে দোয়া-মোনাজাত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) জুমার নামাজ শেষে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। দোয়া-মোনাজাতে বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মুসল্লিরাও অংশ নেন। এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানুষের কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। নগরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি বাসভবনস্থ জামে মসজিদে বাদ জুমা বিশেষ দোয়া-মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। সেখানে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। এছাড়া বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বরিশাল-৫ (সদর) ২ এর পাতায় দেখুন

আবারো জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে রায় দিলো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনে দক্ষিণাঞ্চলের ভোটারগণ আবারও জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষেই রায় দিয়েছেন। বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ২১টি সংসদীয় আসনের ১৮টিতেই জয় পেয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি, বিএনপি। এর মধ্যে বরিশাল, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলার মানুষ সবগুলো আসনেই বিএনপিকে বিজয়ী করেছেন। পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের ১টি করে আসন জামায়াতে ইসলামী এবং বরগুনার একটি আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী বিজয়ী হলেও সেখানে দলীয় আদর্শের চেয়ে ব্যক্তি ইমেজকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ভোটাররা। এমন মন্তব্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের। অতীতের সবগুলো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনেও এ অঞ্চলের মানুষ জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে ছিলেন। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সহ ২০০৮-এর নির্বাচনের ফলাফল এমন কথাই বলছে। এসব নির্বাচনেও দক্ষিণাঞ্চলের ভোটাররা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তিকেই বিজয়ী করেছেন। সবশেষ ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনেও অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশী ভোট বা প্রায় ৯০ ভাগ ভোট পেয়ে ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছে বিএনপি। এর মধ্যে বরিশালের ২ এর পাতায় দেখুন

নিরঙ্কুশ বিজয়ে তারেক জিয়াকে কীর্তনখোলা পরিবারের অভিনন্দন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দৈনিক কীর্তনখোলা পরিবার। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পথ ধরে তাদের যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবেই তিনি দেশকে এগিয়ে নিবেন বলেই আশা প্রকাশ করেন। সবার আগে বাংলাদেশের প্রবক্তা হিসেবে তিনি তার প্লান বাস্তবায়ন করবেন বলেই আশা প্রকাশ করেন দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার অনারারি সম্পাদক পথিক মোস্তফা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক কবি আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক এম জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সাথে সাথে বরিশাল সদর আসনে বিজয়ী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারসহ অন্যান্য সকল বিজয়ী ও বিজিতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন দৈনিক কীর্তনখোলা পরিবার।

এলাকাবাসীর পাশে থাকার ঘোষণা দিলেন আ: জব্বার

মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৪ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৪ হাজার ৬৮৪ ভোট পেয়েও হেরে গিয়েছেন জামায়াত মনোনীত ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা আবদুল জব্বার।

সেখানে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ২৮ হাজার ৩২২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. রাজিব আহসান। আর দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভোট পেয়ে ৩য় অবস্থানে গেছেন ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালের ছয় আসনই বিএনপির

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল জেলার সংসদীয় ছয়টি আসনেই বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) গভীর রাতে বেসরকারিভাবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক খায়রুল আলম সুমন। ঘোষণা অনুয়ায়ী বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৌলঝাড়া) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৪১৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের মসৃণ পথযাত্রা কাম্য

দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলা দেশবাসীর ভোটাধিকার বঞ্চনার অবসান হয়েছে। বহুল কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশের মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়েছে। তবে ভোট গণনা ও ফল ঘোষণায় কিছু ধোঁয়াশা এড়ানো গেলে একে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল নির্বাচন বলা যেতো। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর মানুষের যে উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল সে ক্ষেত্রে তা আরো ইতিবাচক শেষ হতে পারত। তবে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অনিশ্চয়তার অবসান হতে যাচ্ছে। নানাভাবে নির্বাচন ব্যাহত করে দেশে অস্থিরতা তৈরির অপপ্রয়াসেরও ইতি ঘটছে। এবারের নির্বাচনে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পেশিশক্তি ব্যবহার করে ভোটে জেতার কিছু চেষ্টা দেখা গেলেও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকায় তা সফল হয়নি। কেন্দ্র দখল ব্যালট বাক্স ছিনতাই সন্ত্রাস সৃষ্টির পুরনো রেওয়াজ থেকে জাতি মুক্তি পেয়েছে। জালভোট দেয়াসহ অন্যান্য নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা দেখা গেছে। বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগী হয়ে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। এবারের নির্বাচনের উল্লেখ করার মতো ঘটনা ছিল প্রতিযোগী প্রার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব। তাদের প্রচারে নিয়োজিত নেতাকর্মীরাও একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেছেন। নির্বাচনের দিন পাশাপাশি ক্যাম্পে কোনো ধরনের বৈরী আচরণ লক্ষ করা যায়নি। প্রতিযোগী প্রার্থীদের এজেন্টরাও ভোটকেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান করেছেন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটিকে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন বলা যায়। তবে ভোটের ফল তৈরি ও ঘোষণায় রহস্যজনক ধীরগতি দেখা গেছে। কিছু কেন্দ্রের ফল পরিষ্কার হয়ে গেলেও ঘোষণা করতে বিলম্ব হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসন ঘিরে একটি লুকোচুরিভাব দেখা গেছে। রেজাল্টশিটে কাটাছেঁড়ার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে স্বল্প ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে যাওয়া কিছু আসনে এমনটা ঘটায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ১১ দলীয় জোট কিছু ক্ষেত্রে ফল গরমিল ও ফল সাজানোর অভিযোগ করেছে। এ ব্যাপারে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বচ্ছতা ও ইনসাফ আশা করে। তবে তারা এখনো কোনো ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য ও আচরণ করেনি। জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। যেসব অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে সেগুলো খণ্ডাতে হবে। কোনো অন্যায় হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়া ঠিক হবে না। রাজনৈতিক শীর্ষ নেতাদের নির্বাচনের ফল মেনে না নেয়ার সংস্কৃতি দেশের জন্য বারবার বিপর্যয় ডেকে এনেছে। যার জন্য বড় ধরনের মাশুল দিতে হয়েছে জনগণকে। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি যদি অনিয়মের অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য সমাধান না করে তা হলে অন্যায় ও অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে। গণতান্ত্রিক উত্তরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। খেয়াল রাখতে হবে, আমরা ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উঠে আসছি। এই উঠে আসাকে টেকসই করতে হলে প্রতিটি পক্ষকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বিচার মানি তালগাছ আমার এ পুরনো সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবারো যদি ক্ষমতার পুরনো বৃত্তে আটকে যায় বাংলাদেশ, তা হলে গণতন্ত্র শুরুতে হোঁচট খাবে।

'সবার আগের বাংলাদেশ' এর

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী- বিরোধী জনমত তৈরি ভোটের ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রফিক সিকদার বলেন, বিএনপি একটি বিশাল সংগঠন, জনসমর্থন রয়েছে। আদর্শ নির্বাচন হলে অধিকাংশ সময়ই বিএনপি নির্বাচিত হয়েছে। রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন খান মোহন বলেন, এই নিরঙ্কুশ বিজয় বিএনপির জন্য স্বাভাবিক। বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে যখন আওয়ামী লীগ অনুপস্থিত থাকে, তখন বিএনপিই সবচেয়ে বড় একক শক্তি হিসেবে দাঁড়ায়। নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিএনপির জয়ের পেছনে সাতটি কারণ উল্লেখ করেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজনীতি বিশ্লেষক মোবাশ্বের হোসেন টুটুল। তার মতে কারণগুলো হলো- ১. ৫০ বছরের পুরোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশব্যাপী শক্ত নেটওয়ার্ক। ২. দীর্ঘদিন বিরোধী দলে থাকার সময় নির্যাতনের শিকার হওয়ায় জনমনে সহানুভূতি। ৩. খালেদা জিয়ার হঠাৎ মৃত্যু ঘিরে সমর্থকদের আবেগ ও কৃতজ্ঞতাবোধ। ৪. ধর্মীয় রাজনীতির বিপরীতে মধ্যপন্থি গণতান্ত্রিক অবস্থান তুলে ধরা। ৫. তারেক রহমানের কর্মসূচিভিত্তিক ও তুলনামূলক সংযত প্রচারণা। ৬. প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর বক্তব্য ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে জনঅসন্তোষ। ৭. দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা বড় দল আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠনের পর দেশের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন আসে। ওই মেয়াদে ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ার পর দীর্ঘ সময় বিরোধী রাজনীতিতে থাকা, মামলা-গ্রেফতার, আন্দোলন-সংগ্রাম সব মিলিয়ে দলটি এক কঠিন সময় পার করেছে। ২০৯ আসনের এই জয় সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে করছেন দলীয় নেতারা। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক সিকদার বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ হবে। এরই মধ্যে তিনি বিজয় মিছিল না করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজয়ীদের কাছে পরাজিতরা নিরাপদ থাকবে- সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন খান মোহন বলেন, বিএনপির নতুন সরকারের কাছে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে কারাগারে অপরাধী ছাড়া কোনো রাজনৈতিক বন্দি থাকবে না।

নিরাপদ দেশ গড়তে তারেক রহমানকে

ভোটারদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর ধরে বিএনপি ও জিয়া পরিবারকে ধ্বংসের নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। দেশকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদকের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ একটি অনিরাপদ রাষ্ট্র হিসেবে দুঃখজনকভাবে পরিচিতি পায়। রহমাতুল্লাহ বলেন, জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছে। একটি নিরাপদ ও কল্যাণমুখী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণ তারেক রহমানের প্রতি আস্থা রেখেছে। তিনি বলেন, জনগণের এই আস্থার প্রতিদান দিতে আগামী দিনে তারেক রহমান দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জমইয়াতে মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা সানাউল্লাহ মাহমুদি। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালের ছয় আসনই বিএনপির

কামরুল ইসলাম পেয়েছেন ৪৫ হাজার ১৪০ ভোট। ৫৪ হাজার ২৭৮ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন দুই বারের সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ২৩ হাজার ৬৯৮ জনের মধ্যে কাস্ট হয়েছে ২ লাখ ৩শ ৫১ ভোট। ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১২৯টি। বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। নির্ধারিত ১৪০টি কেন্দ্রে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ২৮০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল মান্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭১ হাজার ৯৮৯ ভোট। সে হিসাবে ৬৯ হাজার ২৯১ ভোটের বিশাল ব্যবধানে প্রথম বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। এ আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার ৭০৬ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ২৬ হাজার ৮৭৯ জন। বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। তিনি নির্ধারিত ১২৬ কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭৮ হাজার ১৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদ ঈগল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৫৭ হাজার ১৪৯ ভোট। সে হিসাবে ২০ হাজার ৯৮২ হাজার ভোটে প্রথমবার বিজয়ী হয়েছেন অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। এ আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ২৭ হাজার ৪২০ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭০ জন। বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ) আসেন বিজয়ী হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান। তিনি নির্ধারিত ১৪৯টি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল জব্বার পেয়েছেন ৭২ হাজার ৭৯২ ভোট। হিসাব অনুযায়ী ৫৪ হাজার ৪০০ ভোটের বিশাল ব্যবধানে প্রথম বারের মতো বিজয়ী হয়েছেন সাবেক ছাত্র নেতা রাজিব আহসান। নদীবেষ্টীত এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ১৭ হাজার ৫১৭ জন। এদের মধ্যে ২ লাখ ৪২ হাজার ১৪৮ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বরিশাল-৫ (সদর ও সিটি করপোরেশন) আসনে বিজয়ী হয়েছেন এই আসনের তিন বারের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার। তিনি নির্ধারিত ১৭৬টি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম হাতপাখা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯৩ হাজার ২১৬ ভোট। সে হিসাবে ৩৯ হাজার ৭৯০ ভোটের ব্যবধানে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মজিবর রহমান সরোয়ার। তার এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৫৩৪ জন। তাদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪১৫ জন। এ ছাড়া বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান। তিনি নির্ধারিত ১১৩টি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮১ হাজার ৮৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর মো. মাহামুদুন্নবী তালুকদার দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ৫৪ হাজার ৫৩৩ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করীম এই আসনে ভোট পেয়েছেন ২৮ হাজার ৮২৩ ভোট। সে হিসাবে বরিশাল-৬ আসনে দ্বিতীয় বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আবুল হোসেন খান। তার এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ১৫ হাজার ৫৯৭ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বরিশাল জেলার ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ৩৬ জন প্রার্থী।

আবারো জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে

৬টি, ভোলার ৪টি ও ঝালকাঠীর ২টি আসনের সবগুলোতেই ভোটারগণ বিএনপি'কে বিজয়ী করেছে। তবে এর বাইরে পটুয়াখালী-২, পিরোজপুর-১ ও বরগুনা-১ আসনে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয় ছিল মনোনয়ন প্রদানে দীর্ঘ কালক্ষেপণসহ সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার ফসল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, বিএনপি যখন প্রথম ধাপে প্রায় সব আসনেই মনোনয়ন ঘোষণা করে, তখন পটুয়াখালী-২ ও পিরোজপুর-১ আসনে কোন প্রার্থীর নাম ঘোষনা করেনি। দলটির দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিয়ে কোন ব্যাখ্যা না দিলেও জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্য হলে পটুয়াখালী-২ আসনে ১২ তারিখের নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিকেই মনোনয়ন দেয়া হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু অনেক কালক্ষেপণ করে যখন সাবেক এমপি শহিদুল আলম তালুকদরকে মনোনয়ন দেয়া হয়, ততদিনে সেখানে জামায়াত প্রার্থী শক্ত অবস্থান তৈরী করে ফেলেছেন। অপরদিকে পিরোজপুর-১ আসনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানেও জোট শরিকের মোস্তফা জামাল হায়দারের জন্য আসনটিতে প্রার্থী না দেয়া হলেও অনেক বিলম্ব করে সাবেক জেলা সভাপতি আলমগীর হোসেনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলেও ততদিনে বলেশ্বর ও কঁচা নদীতে অনেক পানি গড়িয়েছে। মরহুম দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ঐ আসনে তার পুত্র মাসুদ সাঈদী সেখানে আনেক আগে থেকেই শক্ত অবস্থান তৈরী করে ফেলেছেন। সাঈদী ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী নিজ উপজেলা ছাড়াও নাজিরপুরেও সমান অবস্থান তৈরী করে রখেছিলেন অনেক আগেই। সেখানের সংখ্যালঘু প্রায় ৪০ ভাগ ভোটারের মাঝে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মত তার পুত্র মাসুদ সাঈদীও একজন আস্থার মানুষ হয়ে ওঠেন। অপরদিকে আলমগীর হোসেন দলীয় পরিচয়ের বাইরে পারিবারিক ভাবেও এলাকায় জনপ্রিয় হলেও তার মনোনয়ন নিশ্চিত হতেই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় তিনি সঠিক সময়ে ভোটারদের দড়জায় পৌছতে পারেননি। দলীয় সিদ্ধান্তহীনতায় মরহুম সাঈদী ছাহেবের ভোট ব্যাংকের তালা খুলতে আলমগীরের যথেষ্ঠ বিলম্ব হলেও সেখানে ধানের শীষের পক্ষে ভোট পড়েছে ১ লাখ ১,৩৫৫টি। পক্ষান্তরে মাসুদ সাঈদী ঝুড়িতে জমা হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৮২৮ ভোট। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সাঈদী ছাহেবের আসনে, যেখানে তার পুত্র ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন, সেখানে বিএনপি'র পক্ষ্যে লক্ষাধিক ভোটারের সমর্থনকে পরাজয় বলা যায়না। এ পরাজয় দলটির সিদ্ধান্ত হীনতার ফসল। অপরদিকে আওয়ামী লীগের ঘাটি হিসেবে চির পরিচিত বরগুনা এলাকায়ও ৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত ১ নম্বর আসনটিতে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোঃ অলি উল্লাহ মাত্র ৪ হাজার ১৪৬ ভোটের ব্যবধানে বিএনপি'র মোঃ নজরুল ইসলাম মোল্লাকে পরাজিত করে বিজয়ের হাঁসি এসছেন। এ আসনে অতীতেও বিএনপি'র প্রার্থীরা বিজয়ী হতে পারেনি। বিজয়ী প্রার্থীর পিতা একজন গ্রহনযোগ্য আলেম ছিলেন। তিনিও এ আসনে একাধিকবার নির্বাচন করেছেন। তারপরেও বিজয়ী মোঃ অলি উল্লাহ'র ১,৪০,২৯১ ভোটের বিপরিতে বিএনপি প্রার্থীর ১,৩৬,১৪৫ ভোট পাবার বিষয়টিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যপক উত্থান বলেই মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে বরিশাল বিভাগীয় সদর আসনে ভোটারের কম উপস্থিতি সহ নারী ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে বিএনপি কর্মীদের হতাশাজনক নিরবতায়ও বিস্মিত হয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। খোদ বরিশাল মহানগরীতে নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৪০ ভাগেরও কম। নারী ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত না করার বিষয়টি ছিল উদ্বেগজনক। এমনকি যানবাহনের অভাবেও বেশীরভাগ নারী ভোটার এবার কেন্দ্রে আসতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। উপরন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিধিনিষেধে থাকা একটি দলের মাঠ কর্মীরা বিএনপি'র পরাজয় নিশ্চিত করতে প্রতিপক্ষকে ভোট দেয়ায় তার ভোট বাক্সে ৯৩ হাজারেরও বেশী ভোট পড়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। তবে বিএনপি প্রার্থী মুজিবুর রহমান সারোয়ার বিগত সবগুলো নির্বাচনের মধ্যে এবার সর্বাধিক ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬ ভোট পেয়েছেন। পাশাপাশি কোন নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিএনপি'র বিরুদ্ধে এবারই সর্বাধীক সংখ্যক ভোট পড়ল বরিশাল সদর আসনে। মুজিবুর রহমান সারোয়ার ১৯৯১ ও ১৯৯৮'র উপনির্বাচন, ২০০১ ও ২০০৮'র সাধারন নির্বাচনে বরিশাল সদর আসনে এমপি এবং ২০০৩ সালে বরিশাল সিটি মেয়র নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের সাধারন নির্বচনের পরে কোন নিরপেক্ষ নির্বাচনেই বরিশাল সদর আসনে বিএনপি'কে পরাজিত হতে হয়নি। মূলত বরিশাল মহানগরী সহ সদর আসন থেকে সারোয়ারকে বিতারিত করতে তার দলেরই একটি বড়শক্তি দীর্ঘদিন ধরে তৎপড় ছিলেন।

এবারের নির্বাচনেও সদর আসনে বিএনপি'রই মনোনয়ন প্রাত্যাশী ছিলেন অন্তত ৬জন। অনেক কাল বিলম্ব করে সারোয়ারকে মনোনয়ন দেয়া হলেও দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলীয় প্রার্থীর বিজয়ে খুব আন্তরিক ছিলেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। ফলে যে দলটির প্রার্থী অতীতে এ আসনে জামানত হারিয়েছেন, তাদের বাক্সে এত বিপুল ভোট জমার বিষয়টি জনমনে অনেক প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। এর পেছনে একটি পতিত শক্তির ভোটের পাশাপাশি দলীয় কোন্দলও কাজ করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলও।

এলাকাবাসীর পাশে থাকার

প্রতীকের প্রার্থী মুফতি সৈয়দ এছহাক মোঃ আবুল খায়ের। বেসরকারীভাবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর জনগণের রায় মেনে নেন পরাজিত প্রার্থী আবদুল জব্বার। তিনি তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে লিখেছেন, "প্রিয় মেহেন্দিগঞ্জ-হিজলার জনসাধারণ আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবে কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা অনেক পেয়েছি। ?আমরা চেষ্টা করেছি, বাকিটা আল্লাহর ফয়সালা। ?এই কঠিন কাজে যারা সাথে ছিলেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দোয়া। ?আমি সবসময় আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাল্লাহ। মহান রাব্বুল আ'লামীন আপনাদের সকলের কল্যাণ দান করুন, আমিন।

তারেক রহমান জাতির নেতা

শক্তি অনেক বড়, আর জনগণের শক্তিই চূড়ান্ত শক্তি। শুক্রবার বাদ জুমা বরিশালের গৌরনদী উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত শোকরানা দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এম. জহির উদ্দিন স্বপন আরও বলেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে অশ্লীল বক্তব্য ও কুতর্কের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, দেশের মানুষ ভোটের রায়ের মাধ্যমে তাদের মুখে কালিমা লেপে দিয়েছে। এই বিজয় গণতন্ত্রের বিজয়, জনগণের বিজয়। তিনি দেশনায়ক তারেক রহমানের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। জাতীয় সংসদের ১২১ নম্বর বরিশাল-১ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী এম. জহির উদ্দিন স্বপন বিপুল ভোটে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় এবং সারাদেশে বিএনপির গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গৌরনদী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এই শোকরানা দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গৌরনদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গৌরনদী উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব আবুল হোসেন মিয়া, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফ জহির সাজ্জাদ হান্নান, গৌরনদী প্রেসক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক জহুরুল ইসলাম জহির বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম কাজল, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শামীম খলিফা, গৌরনদী পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন শরীফ, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. শফিকুর রহমান শরীফ স্বপন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামরুজ্জামান খোকন, বরিশাল উত্তর জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইয়েদুল আলম খান সেন্টুসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

বরিশালে মসজিদে মসজিদে

আসনের বিজয়ী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ারের জন্য দোয়া করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সদস্য রিপন সিকদার, আল-আমিন হাওলাদার, রুবেল খান, রানা হাওলাদার, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের মো. হাসান হাওলাদার, আকাশ খান, বেল্লালসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা। আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা ছাত্রদলের ১নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সরল আহমেদ রাসেল ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান খান পলাশসহ জেলা ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচনে বিজয়ের পর তারা কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা করেননি। বরং প্রয়াত দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া-মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান, নগরীর বিভিন্ন মসজিদের পাশাপাশি মন্দির ও গির্জাতেও অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঈদের উৎসবের মতো

জনগণ অংশ নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, সব আশঙ্কা, শঙ্কা কাটিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতি হিসেবে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণার সমাপনী বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ইসি সানাউল্লাহ বলেন, ১৩ ফেব্রুয়ারির সকালটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি 'শুভ সকাল' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গণতান্ত্রিক নবযাত্রায় এ নির্বাচন জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। নির্বাচন কমিশনের একটাই কমিটমেন্ট ছিল। সেটি হচ্ছে, নির্মোহভাবে আইন প্রয়োগ করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া। সেই লক্ষ্যেই শতভাগ চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত। এই নির্বাচন শুধু একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব ছিল না, বরং একটি পবিত্র আমানত হিসেবে কমিশন তা গ্রহণ করেছিল। দেশবাসীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণ ঈদ উৎসবের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলে সব আশঙ্কা ও শঙ্কা দূর হয়েছে এবং জাতি হিসেবে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, প্রশাসনের সদস্য, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা, বিএনসিসির শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সমাপনী বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র যেন কখনোই নির্ধারিত রেলপথ থেকে বিচ্যুত না হয় এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রত্যাশাও জানান তিনি।

জোটের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর

স্থানে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তাঁদের বাড়িঘর এবং পরিবার হুমকির সম্মুখীন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। শুক্রবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া পোস্টে এসব অভিযোগ করেছেন আসিফ মাহমুদ। এনসিপি মুখপাত্র তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে এনসিপিসহ ১১ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে। তাদের বাড়িঘর এবং পরিবার হুমকির সম্মুখীন।' নির্দিষ্ট কোনো দলের নাম উল্লেখ না করলেও নির্বাচনে জয়ী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'যারা বিজয়ী হয়েছেন তারা আপনাদের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করুণ। গণতান্ত্রিক উত্তরণের শুরুটাই যদি বিরোধীদল ও মতের মানুষদের নিপীড়নের মধ্য দিয়ে হয় তা আমাদের জন্য লজ্জাজনক হবে।' প্রসঙ্গত, ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনসিপির প্রার্থীরা ছয়টি আসনে জয় পেয়েছে। তাদের জোট পেয়েছে মোট ৭৭টি আসন। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১২টি আসনে জয় পেয়েছে।

৩১ দফা ও জুলাই সনদের

ও জুলাই সনদের ওপর ভিত্তি করেই আগামীর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বহুল প্রত্যাশিত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকরা সন্তুষ্ট। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শতভাগ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। ভোট দেওয়ার পাশাপাশি যারা কেন্দ্র পাহারা দিয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই।' তিনি বলেন, 'সংবিধানের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক সংস্কার করা হবে। ৩১ দফা ও জুলাই সনদের মতো রাজনৈতিক দলিলের ওপর ভিত্তি করে আগামীর রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে। বিকেলেই নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবে। এরপর শুরু হবে সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়া।' ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পথে রয়েছে বিএনপি। এ পর্যন্ত ২৯৫টি আসনে পাওয়া বেসরকারি ফলাফলে ২০৯টি আসনে জয় পেয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট। এ ছাড়া ৭৮টিতে জয় পেয়েছে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটের প্রার্থীরা। অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন ১০টি আসনে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ এ দুই আসন থেকেই বিজয়ী হয়েছেন। বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান জয় পেয়েছেন ঢাকা-১৫ আসনে। হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে আরও জয় পেয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (ঠাকুরগাঁও-১), মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ, এনসিপির নাহিদ ইসলাম ও হাসনাত আবদুল্লাহ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। এদিকে আলোচিতদের মধ্যে পরাজিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও শিশির মনির এবং এনসিপির সারজিস আলম। ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারাও পরাজিত হয়েছেন। ঢাকা-৮ আসনে মির্জা আব্বাস পরাজিত করেছেন এনসিপির নাসীরউদ্দীন পাটওয়ারীকে। ঢাকা-১৩ আসনে হেরেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মামুনুল হক। চট্টগ্রাম-১১ আসনে জিতেছেন বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। পটুয়াখালী-৩ আসনে জয়ী হয়েছেন বিএনপি জোটের প্রার্থী নুরুল হক নূর। অন্যান্য আসনের মধ্যে কক্সবাজার-১ আসনে বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং কক্সবাজার-২ আসনে জামায়াতের হামিদুর রহমান আজাদ এগিয়ে আছেন। কুমিল্লা-১ আসনে এগিয়ে আছেন সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তবে নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত ফল ঘোষণা সম্পন্ন হয়নি।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে

কোস্ট গার্ডের অবদান আগামী দিনগুলোতে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, ১৯৯৫ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সাগরভিত্তিক অর্থনীতির সুরক্ষা, উপকূলীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সার্বভৌম জলসীমা সংরক্ষণের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। সীমিত জনবল ও জলযান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশলগত দক্ষতা অর্জন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে বাহিনীটি বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাণীতে আরও বলা হয়, সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, চোরাচালান ও মানবপাচার দমন, মাদক প্রতিরোধ, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, অভয়ারণ্য বাস্তবায়ন এবং জাটকা ও ইলিশ রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে বাহিনীটি দ্রুততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে সেবা দিয়ে আসছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সর্বসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পরাজিত প্রার্থীর বাসায় গিয়ে

৪০ বছরের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এবং বাকি জীবনও তা অটুট থাকবে। রাজনীতি করতে গেলে ভোটের মাঠে অনেক সময় অনেক কথা বলতে হয়, তবে সেই অধ্যায় এখন শেষ। দল-মত নির্বিশেষে আমরা এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এই এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে চাই।" বিজয়ী প্রার্থীর এমন মহানুভবতায় ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ডা. সুলতান বলেন, "নির্বাচনে জয়-পরাজয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এখন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। তবে আমার অনুরোধ থাকবে, পাথরঘাটা ও বামনা এলাকার রাজনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তার দিকে যেন বিশেষ খেয়াল রাখা হয়।" এদিকে, দুই নেতার এই সৌজন্য সাক্ষাতের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেটে কিছু নেতিবাচক মন্তব্য দেখা গেলেও বরগুনা-২ আসনের স্থানীয় সাধারণ ভোটাররা একে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। সচেতন মহলের মতে, এটি এলাকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ রাজনীতি ও একতার বার্তার প্রতীক হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, পাথরঘাটা, বামনা ও বেতাগী এই তিন উপজেলা নিয়ে গঠিত বরগুনা-২ আসনে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের পর নুরুল ইসলাম মনি বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

বেগম জিয়ার মাগফিরাত কামনায়

মুলাদী পৌরসভার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করে হিজলা-মুলাদী থেকে চার চার বার নির্বাচিত সাবেক এমপি ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোশাররফ হোসেন মঙ্গু। গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা, পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডে তার নিজ বাড়ীর মসজিদে পৌরসভা বিএনপির আহবায়ক এনামুল হক ইনুর তত্বাবধানে, ৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তার মাথা জামে মসজিদে ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সবুজ সরদার এর তত্বাবধানে, বেইলী ব্রীজ দরজি বাড়ী জামে মসজিদে পৌরসভা শ্রমীকদল সভাপতি মফিজুর রহমান শরীফ এর তত্বাবধানে, ৪নং ওয়ার্ডের হাওলাদার বাড়ীর বাইতুল মামুর জামে মসজিদে মুলাদী পৌরসভা ছাত্রদল আহবায়ক মোঃ সোহানুর রহমান সোহান হাওলাদার এর তত্বাবধানে, চরডিক্রী হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দোয়া মোনাজাতে উপজেলা কৃষকদল আহবায়ক সালাম কবির এর তত্বাবধানে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২নং ওয়ার্ড মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করে ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ রাসেল মল্লিক, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা তামিম মল্লিক, কলেজ ছাত্রদল সভাপতি রিফাত মল্লিক।

কলাপাড়ায় ৩০ বছর পর

রাঙ্গাবালী থেকে কলাপাড়া লঞ্চ ঘাটে এ হাজার হাজার মানুষ আসে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর এ আসনে বিএনপি প্রার্থী জয় লাভ করায় উচ্ছ্বসিত হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ নৌপথের ক্লান্তি ভুলে পৌর শহরে বিজয় মিছিল বের করে মিছিল টি কলাপাড়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলাপাড়া উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এসে জড়ো হয়। এসময় নবনির্বাচিত বিএনপি নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন কে তারা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

ফুল নিয়ে পরাজিত প্রার্থীর বাড়িতে

বিজয়ী হন বিএনপি প্রার্থী আবুল হোসেন খান। ফলাফল ঘোষণার পর এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেলেও রাজনৈতিক সহাবস্থান ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। শুক্রবার জুমার নামাজের পর দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ফুলের তোড়া হাতে মাওলানা মাহমুদ নবীর বাসভবনে যান আবুল হোসেন খান। সেখানে দুই প্রার্থীর মধ্যে কুশল বিনিময় হয় এবং নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি, এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিজয়ী প্রার্থী আবুল হোসেন খান বলেন, নির্বাচনের আগ থেকেই আমি বলে আসছি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্ম ও সব রাজনৈতিক মতের মানুষকে নিয়ে আমরা দেশ গড়তে চাই। তাই বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিতেই প্রথমে পরাজিত প্রার্থীর বাসায় এসেছি। পৌর বিএনপির সভাপতি নাছির জোম্মাদার বলেন, বিষয়টি ইতিবাচক চিন্তা থেকেই করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিযোগিতা থাকবে, তবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সেই প্রতিযোগিতা ধরে রাখা ঠিক নয়। এ চিন্তা থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহবদ্দিন তালুকদার শাহিন বলেন, ২০২৪ সালের বাংলাদেশে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকতে চাই। মানুষ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, আমরাও পরিবর্তন চাই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি নাছির জোম্মাদার, সাধারণ সম্পাদক শাহবদ্দিন তালুকদার শাহিন, উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা ফিরোজ আলম, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদকসহ দুই দলের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী। এ বিষয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীরাও ঘটনাটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের মতে, নির্বাচনের পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এমন সৌজন্য সাক্ষাৎ এলাকায় রাজনৈতিক সহনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

ভোলায় ২৯ প্রার্থীর জামানত

আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মোট ২৯ জন প্রার্থী। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান বেসরকারিভাবে নিজ দপ্তরের হলরুমে প্রার্থীদের ভোটের ফলাফল এবং বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিপত্র অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় মোট প্রদত্ত ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট না পেলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। ভোলা-১ (সদর আসন) জামানত হারালেন যারা- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফলাফলের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভোলা সদর আসনটিতে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ১৩ হাজার ১৮১ টি। এরমধ্যে চেয়ার প্রতীকে ৩০৩টি ভোট পেয়ে জামানত হারান ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মোহাম্মদ আশ্রাফ আলী, ট্রাক প্রতীকে ১ হাজার ১০৩ ভোট পেয়ে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. আইনুর রহমান জুয়েল মিয়া, লাঙ্গল প্রতীকে ৫৯৯ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টির মো. আকবর হোসাইন, আম প্রতীকে ২১৭ ভোট পেয়ে এনপিপি প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান, সূর্যমুখী ফুল প্রতীকে ১৩৪ ভোট পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী রফিকুল ইসলাম ও হাতপাখা প্রতীকে ২৫ হাজার ২৪৫ ভোট পেয়ে জামানত হারান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা ওবায়দুর রহমান। এছাড়া আসনটিতে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৪৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ। তার নিটকতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৩৩৭ ভোট। ভোলা-২ (দৌলতখান বোরহানউদ্দিন)- ভোলার এ আসনটিতে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ২১ হাজার ৬২২টি। এরমধ্যে লাঙ্গল প্রতীকে ৪৫০ ভোট পেয়ে জামানত হারান জাতীয় পার্টির প্রার্থী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, ফুটবল প্রতীকে ২৯১ ভোট পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাছলিমা বেগম, হাঁস প্রতীকে ৫৪৬ ভোট পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিব্যুল্লাহ খোকন, ছাতা প্রতীকে ৩৮১ ভোট পেয়ে এলডিপি প্রার্থী মোকফার উদ্দিন চৌধুরী, প্রজাপতি প্রতীকে ৩৭০ ভোট পেয়ে আমজনতার দলের আলাউদ্দিন ও মোটরসাইকেল প্রতীকে ৫৯৬ ভোট পেয়ে জামানত হারান মো. জাকির হোসেন খন্দকার। এছাড়া ভোলার এ সংসদীয় আসনটিতে একটি পোস্টাল ভোটকেন্দ্রসহ ১৩৯টি কেন্দ্রে বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাওলানা মুফতি ফজলুল করিম পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৭০৩ ভোট। ভোলা-৩ আসন (লালমোহন তজুমদ্দিন)- ভোলার এ আসনটিতে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ১৭ হাজার ৯০১। এরমধ্যে ট্রাক প্রতীকে ২৬০ ভোট পেয়ে জামানত হারান গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী আবু তৈয়ব, লাঙ্গল প্রতীকে ৭৮৯ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টির কামাল উদ্দিন, হাতপাখা প্রতীকে ৭ হাজার ২৫৫ ভোট পেয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. মোসলেহ উদ্দিন ও হেলিকপ্টার প্রতীকে ৫০৮ ভোট পেয়ে জামানত হারান স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. রহমত উল্লাহ। আসনটির একটি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ১২০টি ভোটকেন্দ্রে ধানের শীষের প্রার্থী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী জোটের প্রার্থী মুহা. নিজামুল হক ফুলকপি প্রতীকে পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৩৫১ ভোট। ভোলা-৪ আসন (চরফ্যাশন মনপুরা)- ভোলার-৪ সংসদীয় আসনের মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩ হাজার ৬০৯। এরমধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম প্রার্থী আবুল কালাম পেয়েছেন ২০৮ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ২৩৫ ভোট, আমজনতার দলের মো. জালাল উদ্দীন রুমি পেয়েছেন ১৭৬ ভোট ও জাতীয় পার্টির মো. মিজানুর রহমান পেয়েছেন ৫৪৩ ভোট ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আবুল মোকাররম মো.কামাল উদ্দিন পেয়েছেন ২৪ হাজার ৯৩৫টি। ফলে জামানত হারালেন তারা সকলেই। এছাড়া আসনটির পোস্টাল ভোটকেন্দ্রসহ ১৫৫টি কেন্দ্রে বিএনপি ধানের শীষের প্রার্থী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোস্তফা কামাল ভোট পেয়েছেন ৮১ হাজার ৪৩৭। প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলার চারটি সংসদীয় আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে 'হ্যাঁ' ভোট।

গণভোটে 'হ্যাঁ' জয় : কী কী

কী কী পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে- গণভোটে জনগণের এই সম্মতির ফলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় বেশকিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। সেগুলো হলো- ১. ক্ষমতার ভারসাম্য- এতদিন বলা হতো, 'বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আসমানের সমান।' এখন আর তা থাকছে না। নতুন সংস্কারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে ভারসাম্য দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন থেকে আর একজন ব্যক্তি চাইলেই যা খুশি তা করতে পারবেন না; তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হবে। ২. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ- আমাদের সংসদ এখন থেকে দোতলা বাড়ির মতো হবে! নিচে থাকবে 'নিম্নকক্ষ', যারা আমাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ওপরে থাকবে 'উচ্চকক্ষ'। উচ্চকক্ষ দেশের নামকরা বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ফলে যেকোনো আইন পাস হওয়ার আগে দুবার যাচাই করা হবে, যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত জনগণের ওপর চেপে না বসে। ৩. স্বৈরতন্ত্রের কবরঃ '৭০ অনুচ্ছেদ' সংশোধন- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে আগে কোনো এমপি তার দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিতে পারতেন না। এতে সংসদ হয়ে পড়েছিল দলের হাতের পুতুল। এখন এই আইন শিথিল হচ্ছে। ফলে আপনার এলাকার এমপি সংসদে দলের কথা নয়, বরং আপনার (জনগণের) চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্বাধীনভাবে কথা বলতে ও ভোট দিতে পারবেন। ৪. সাংবিধানিক পদে নিয়োগে স্বচ্ছতাঃ কমবে 'আমলানির্ভরতা'- নির্বাচন কমিশন বা দুদকের মতো বড় বড় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর সরকারের পছন্দের লোক বসানো সহজ হবে না। একটি নিরপেক্ষ সার্চ কমিটি বা সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫. মৌলিক অধিকার এখন আরও শক্তিশালী- বাকস্বাধীনতা, ইন্টারনেটে মানুষের অধিকার এবং সভা-সমাবেশ করার অধিকারগুলো এখন সংবিধানে আরও দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত হবে। কোনো সরকারই হুট করে আইন করে মানুষের মুখ চেপে ধরতে পারবে না। সংবিধানের বিতর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদের ছায়া থেকে বেরিয়ে সংসদ সদস্যরা সংসদে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবেন। ১. ভারত (লোকসভা ও রাজ্যসভা)- ভারতে সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। একটি লোকসভা (নিম্নকক্ষ), অপরটি রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ)। লোকসভা (নিম্নকক্ষ) : এটি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভা (৫৪৩ জন)। সরকারের মূল চালিকাশক্তি এখানেই থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা সরাসরি লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ। রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) : এটি রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এই কক্ষের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নয়, বরং রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ; এটি কখনও বিলুপ্ত হয় না। কাজ করার ধরন : যেকোনো সাধারণ আইন পাসের জন্য দুই কক্ষেরই অনুমোদন লাগে। তবে অর্থবিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যদি কোনো সাধারণ বিল নিয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তবে রাষ্ট্রপতির আহ্বানে যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে ফয়সালা হয়। ২. পাকিস্তান (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও সিনেট) পাকিস্তানের সংসদীয় কাঠামোও ভারতের মতোই। এটিও দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (নিম্নকক্ষ) ও সিনেট (উচ্চকক্ষ)। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (নিম্নকক্ষ) : এটি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কক্ষ। সিনেট (উচ্চকক্ষ) : সিনেটে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক সদস্য থাকেন (যেমন- প্রতিটি প্রদেশ থেকে ২৩ জন)। এর মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে জনসংখ্যায় বড় প্রদেশগুলো (যেমন- পাঞ্জাব) ছোট প্রদেশগুলোর (যেমন- বেলুচিস্তান) ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। কাজ করার ধরন : ফেডারেল ইউনিটের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সিনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো বিল সিনেটে পাস না হলে তা আইনে পরিণত হতে সমস্যায় পড়ে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের যে অঙ্গীকার করেছিল, এই গণভোট তারই চূড়ান্ত প্রতিফলন। প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' যে ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করেছিল (জুলাই জাতীয় সনদ), তার মধ্যে সংবিধান সংশ্লিষ্ট ৪৮টি প্রস্তাবই ছিল এই গণভোটের মূল বিষয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ কেবল নেতা পরিবর্তন নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিগত পরিবর্তনের পক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই রায়ের মাধ্যমে একটি নতুন ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হতে যাচ্ছে।

বরিশাল অঞ্চলে একমাত্র নারী

ঝালকাঠি-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো এবং বরিশাল-৫ (সিটি করপোরেশন-সদর) আসনে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্তী। ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম বলেন, জনমত জরিপ ও ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে মনোনীত করেন। তাঁর চলার পথ সহজ ছিল না। জেলা বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের বিরোধিতার কারণে ভোটের আগে দলীয় কর্মীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ভোটারদের মন জয় করে বিজয়ী হয়েছেন। ইসরাত সুলতানা এলাকায় ইলেন ভুট্টো নামেই পরিচিত। তাঁর প্রয়াত স্বামী জুলফিকার আলী ভুট্টো একসময় জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এরশাদের ডাকে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে তিনি ঝালকাঠি-২ আসনে দুবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তাঁর মৃত্যুতে এ আসনে ২০০০ সালের উপনির্বাচনে ইলেন ভুট্টো বিএনপির প্রার্থী হয়ে নৌকার প্রার্থী আমির হোসেন আমুর কাছে পরাজিত হন। তবে এক বছরের মধ্যে ২০০১ সালের নির্বাচনে ইলেন ভুট্টো আওয়ামী লীগের আমির হোসেন আমুকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হন। ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো বলেন, 'ঝালকাঠি সদর ও নলছিটির জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছেন। এ জন্য তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার প্রতি যে আস্থা রেখেছেন, তার প্রতিদান দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আগামীতে এলাকার উন্নয়নই হবে আমার আসল কাজ।'

পটুয়াখালীর ৪টি আসনেই জাতীয়

নেতা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ দাঁড়িপাল্লা মার্কায় পেয়েছেন ১,০০,৭৫০ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সাবেক এমপি মোঃ সহিদুল আলম তালুকদার ধানের শীষে পেয়েছেন ৭২,৬৭৬ ভোট। পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে ডাকসুর সাবেক ভিপি গনঅধিকার কেন্দ্রীয় সভাপতি বিএনপি জোটের মনোনীত ট্রাক মার্কা নিয়ে নুরুল হক নূর পেয়েছেন ৯৭,৩২৩ ভোট,তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বহিষ্কৃত বিদ্রোহী প্রার্থী ঘোড়া মার্কার হাসান মামুন পেয়েছেন ৮১,৩৬১ ভোট।পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ধানের শীষের এবিএম মোশাররফ হোসেন পেয়েছেন ১,২৪,০১৩ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা মার্কার মোস্তাফিজুর রহমান পেয়েছেন ৭০,১২৭ ভোট।

চরমোনাই পীরের তিন ভাইয়ের

উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু এই একক জয় চরমোনাই পরিবারের নির্বাচনী বাস্তবতা বদলায়নি। কারণ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পীরের তিন ভাই চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কেউ জিততে পারেননি। বরং এক ভাইয়ের ক্ষেত্রে জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পরিবারই সংগঠনের কেন্দ্র ইসলামী আন্দোলনের রাজনীতিতে চরমোনাই পরিবার প্রান্তিক নয়, কেন্দ্রীয়। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় সরকার সবখানেই এই পরিবারের প্রভাব দীর্ঘদিনের। চরমোনাই পীর নিজে ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা দুই মেয়াদে চরমোনাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে সেই দায়িত্ব নেন ভাই সৈয়দ ইছহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের। তিনিও দুই মেয়াদে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পীরের আরেক ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ জিয়াউল করিম। এই পরিবারের চার ভাই সৈয়দ ইছহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের, সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম, সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী এবং সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল করিম। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছেন। কিন্তু সংসদে পৌঁছানো হয়নি কারো। বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-কাজিরহাট) আসনে প্রার্থী ছিলেন সৈয়দ ইছহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের। তিনি ইসলামী আন্দোলনের সহকারী মহাসচিব এবং বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী তিনি পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৭৫৩ ভোট। একই আসনে বিএনপির প্রার্থী রাজীব আহসান পেয়েছেন এক লাখ ২৮ হাজার ৩২২ এবং জামায়াতের প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৬৮৪ ভোট। চরমোনাই পরিবারের প্রার্থী এখানে স্পষ্টভাবে তৃতীয় শক্তি। আবুল খা?য়ের সামা?জিক যোগা?যোগ মাধ?্যমে লে?খেন, 'ভোটের ফল প্রত্যাশা অনুযায়ী আসেনি। তবু এটা ব্যর্থতা নয়। আমাদের পরিশ্রম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাই বৃথা যায়নি। ধৈর্য ধরে একসাথে থাকব, আরো শক্ত হয়ে ফিরে আসব, ইনশাআল্লাহ।' বরিশাল-৫ (বরিশাল সি?টি-সদর) ও বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে প্রার্থী ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম। বরিশাল-৫ আসনে তিনি পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৫২৮ ভোট। অন্যদিকে, এক লাখ ৩১ হাজার ৪৩১ ভোট পেয়ে আসনটিতে জয় পেয়েছেন বিএনপির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার। বরিশাল-৬ আসনে ফয়জুল করিমের পরিস্থিতি আরো দুর্বল। এখানে বিএনপির প্রার্থী আবুল হোসেন খান ৮১ হাজার ৮৭ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মো. মাহমুদুন্নবী পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৫৩৩ ভোট। আর হাতপাখা প্রতীকের ফয়জুল করিম পেয়েছেন মাত্র ২৮ হাজার ৮২৩ ভোট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া স্ট্যাটাসে নিজের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা তুলে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ফয়জুল করিম। স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন '৯৫ হাজার ৪৪ ভোট। আপনাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ!' ঢাকা-৪ আসনে প্রার্থী ছিলেন মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ, যি?নি আল মাদানী নামে পরিচিত। তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ। এই আসনে মোট ভোটের মধ্যে পড়েছিল ৪৫ শতাংশ। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন জয়ী হন। হাতপাখা প্রতীকে মোসাদ্দেক বিল্লাহ পেয়েছেন মাত্র ছয় হাজার ৫১৮ ভোট। জামানতও রক্ষা হয়নি। চরমোনাই পরিবার ইসলামী আন্দোলনের রাজনীতিতে একটি বলয়। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রায় সর্বত্র তাঁদের উপস্থিতি। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় শিক্ষা, ওয়াজ মাহফিল আর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে একটি সামাজিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতি আলাদা খেলা। এখানে অনুসারী যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বিস্তৃত ভোটব্যাংক। সুশাসনের জন্য নাগরিক সংগঠন সুজনুএর সম্পাদক রফিকুল আলমের মতে, চরমোনাই দরবারের প্রভাব প্রশ্নাতীত। নিজ ইউনিয়নে কর্তৃত্বও স্পষ্ট। কিন্তু সংসদীয় নির্বাচনে ভিন্ন সমীকরণ কাজ করে। রফিকুল আলমের বিশ্লেষণে তিনটি বিষয় সামনে আসে। এক, ইসলামী আন্দোলনের ভোটব্যাংক এখনো সীমিত। দুই, বিএনপি ও জামায়াতের শক্ত প্রতিযোগিতায় হাতপাখা মাঝামাঝি আটকে যায়। তিন, তরুণ ও শহুরে ভোটারদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আবেগী সংযোগ গড়ে ওঠেনি।

বরগুনায় হাত বিচ্ছিন্নের ঘটনায়

গেলে সুজন তাঁর ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন। এ সময় সুজন রিয়াজকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। গুরুতর আহত রিয়াজকে উদ্ধার করে প্রথমে মঠবাড়িয়া এবং পরবর্তীতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। রিয়াজের ওপর এমন নৃশংস হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে রায়হানপুর ইউনিয়নের লেমুয়া গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়। কয়েকশ এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে সুজনের বাড়িতে হামলা চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা সুজনকে গণপিটুনি দেয় এবং একপর্যায়ে তাঁর চোখ উপড়ে ফেলে। এ সময় সুজনের বসতবাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দুপুর ২টার দিকে পাথরঘাটা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পাথরঘাটা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) অশিত বলেন, "খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। নিহতের লাশ বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।" তিনি আরও জানান, পুরো এলাকায় বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে থাকা মূল কারণ ও জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছে

এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশ করা যাবে না। যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে শুক্রবার দুপুর থেকে বরিশাল নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে জড়ো হতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সুপ্রদীপ হালদার। তার গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে, ছুটি নিয়ে এসেছিলেন ভোট দিতে। শনিবার তারক যোগ দিতে হবে কর্মস্থলে। সুপ্রদ্বীপ বলেন, ভোট দিয়ে সন্তুষ্ট। তবে এখন ফিরতে দ্বিগুণ ভাড়া চাচ্ছে বাসে। ঢাকা যেতেই হবে। তাই ৫০০ টাকার টিকেট ৭০০ টাকায় নিলাম। সরকারি চাকরিজীবী রহিম খান যাবেন গুলিস্তান। বিআরটিসি বাসে টিকেট কাটতে গেলে তার কাছে ৭০০ টাকা দাবি করে। তিনি সামনে সেনাবাহিনীকে পেয়ে অভিযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় সেনাবাহিনী। কেবল দূরপাল্লার গাড়িগুলো নয়, বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে আভ্যন্তরীণ রুটের পরিবহন ও গণপরিবহনগুলো। কারণ, যারা ঢাকায় যাবেন তাদের প্রত্যেককেই নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে এসে বাস ধরতে হবে অথবা নতুল্লাবাদ হয়ে লঞ্চযোগে ঢাকায় যেতে হবে। আর এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে পরিবহন কর্তৃপক্ষ। এক লাফে ভাড়া দ্বিগুণ করা হয়েছে।

আসন্ন রমজানে মুসল্লিদের নামাজ

এতে ধর্মপ্রাণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নতুন করে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তুরস্কভিত্তিক বার্তা সংস্থা 'আনাদোলু এজেন্সি'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেছেন সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ ইকরিম সাবরি। রমজান শুরুর প্রাক্কালে শায়খ সাবেরি বলেছেন, ইসরায়েলি প্রশাসনের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত দুঃখজনক। আল-আকসা ইস্যুতে কঠোর নীতি বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছেন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থি জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গাভির। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে নতুন পুলিশ কমান্ডার হিসেবে মেজর জেনারেল আভসালোম পেলেদ এর নিয়োগ এমনি ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ বিষয়ে ইসরায়েলি 'দৈনিক হারেৎজ' এ বিষয়ে লিখেছে, 'মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করতে যা করার সবই করছেন বেন-গাভির।' মুফতি সাবেরি জানিয়েছেন, এরই মধ্যে তরুণদেরকে মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং দখলকৃত পশ্চিম তীর থেকে আগত মুসল্লিদের জন্য রমজানে কোনো বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। ফলে আগের বছরের তুলনায় মুসল্লির সংখ্যা কমে যেতে পারে। সম্প্রতি পূর্ব জেরুজালেমের শত শত ফিলিস্তিনি বাসিন্দার বিরুদ্ধেও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই তরুণ। এছাড়া, পূর্ব জেরুজালেমে বিশেষ করে আল-আকসার আশপাশে ফিলিস্তিনি পাড়াগুলোতে বাড়িঘর ভাঙার ঘটনাও বাড়ছে। প্রতি বছর রমজানে শুধু আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে পশ্চিম তীর থেকে বহু ফিলিস্তিনি মুসলিম পূর্ব জেরুজালেমে আসে। তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সামরিক চেকপোস্টগুলোতে কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে জেরুজালেমে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। শায়খ সাবরি বলেন, 'মুসলমানরা মহানবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) সুন্নাহ অনুসারে আশাবাদ নিয়ে রমজানকে স্বাগত জানায়। কিন্তু জেরুজালেমের ক্ষেত্রে দখলদার কর্তৃপক্ষ আল-আকসায় আগত মুসল্লিদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।' গত দুই বছরে অল্পসংখ্যক মানুষ ইসরায়েলি বাহিনীর বিশেষ অনুমতি পেয়েছিলেন। এ বছর রমজান উপলক্ষ্যে এমন কোনো বিশেষ ব্যবস্থার ঘোষণাও দেওয়া হয়নি। ২০০৩ সাল থেকে স্থানীয় পুলিশ একতরফাভাবে ইসরায়েলি চরমপন্থীদের মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে আসছে, যদিও ইসলামিক ওয়াক্?ফ বিভাগ বারবার তা বন্ধের দাবি জানিয়েছে। এমন অবস্থায়, আরব ও মুসলিম দেশগুলোর জনগণ ও নেতাদের প্রতি জেরুজালেম ও আল-আকসা ইস্যুতে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছেন মুফতি শায়খ ইকরিম সাবরি।

বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল

হয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে বিএনপি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রথম নির্বাচন হলো বাংলাদেশে। দেশের ছোট-বড় ৫১টি দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তবে নিষেধাজ্ঞা থাকায় আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি; তবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া বেসরকারি ফলাফল ইতোমধ্যেই প্রকাশিত। সেই ফলাফলকে ভিত্তি করে সংবাদ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি তাদের এক প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে, 'তারেক রহমানের নেতৃৎ?বাধীন বিএনপি বাংলাদেশে বিশাল জয়ের দিকে এগিয়ে, স্বীকার করল জামায়াত'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ঢাকায় ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি)।" ভারতীয় বার্তাসংস্থা এএনআই তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে, 'বাংলাদেশের নির্বাচন : ভোট গণনা চলছে, জনমত তারেক রহমানের নেতৃত্বের পক্ষে'। ভারতের জাতীয় দৈনিক দ্য হিন্দু তাদের শিরোনামে বলেছে, "২০ বছর পর বিএনপিকে জয়ের পথে নেতৃত্ব দিলেন তারেক রহমান।' পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ চ্যানেল জিও নিউজ তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে লিখেছে, 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতল বিএনপি।' আরেক প্রতিবেদনের শিরোনামে বলা হয়েছে, 'বিএনপির বিজয়ের পর (নতুন সরকারের অধীনে) বাংলাদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায় পাকিস্তান।' পাকিস্তানের জাতীয় দৈনি ডন তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে লিখেছে, 'নির্বাচনে বড় বিজয় পেল বিএনপি, স্থিতিশীলতা রক্ষর প্রতিশ্রুতি'। ত্রয়োদশ নির্বাচনে বিএনপির বিজয়কে তাদের ওয়েবসাইটে প্রধান সংবাদ (লিড নিউজ) করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। সেই প্রতিবেদনের শিরোনামে বলা হয়েছে, 'জেন-জি উত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় পেলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি।' বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের লিড নিউজ করেছে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সও। সেই প্রতিবেদনের শিরোনামে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপির জয়, প্রাক্তন শাসকদের পুত্র প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।' যুক্তরাজ্যের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানও নিজেদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলকে প্রধান সংবাদ করেছে। সেই সংবাদের শিরোনামে বলা হয়েছে, 'হাসিনাকে ছুড়ে ফেলার পর প্রথম নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেলো বিএনপি।' মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে, 'জেন-জি উত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে বড় জয় পেলো বিএনপি।' কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে, 'নির্বাচনে বিজয় দাবি করছে বিএনপি, জামায়াত ভোট গণনায় সন্তুষ্ট নয়।'

বিজয়ী হয়ে ঢাকায়

দিন পরেই নুরুল হক নুরের ঢাকা যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে ?ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি আবু নাইম জানান, নুরুল হক নুর দলীয় কাজে জরুরিভাবে ঢাকা যেতে হচ্ছে। এ ছাড়া তার ব্যক্তিগত কিছু কাজও আছে। আর নির্বাচনের কারণে দীর্ঘদিন গণঅধিকার পরিষদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটায় তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

বিজিত প্রার্থীকে নিয়ে কাজ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পৌরসভার পানির সমস্যা সমাধান, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নদীবেষ্টিত এ এলাকায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ, এলাকাকে মাদক ও দুর্নীতিমুক্ত করা সহ নির্বাচনি অঙ্গীকারগুলো ধাপে ধাপে পালন করার চেষ্টা করব।' উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে পিরোজপুর-১ আসন থেকে তিনি ১ লাখ ৩২ হাজার ৬৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এ আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার ১০৫ ভোট।

পিরোজপুরের তিন আসনে

রাত ২টার পর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আবু সাঈদ এ ফলাফল ঘোষণা করেন। মোট ১৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে তিনজনকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে জেলার ৪১৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। তিনটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৪২ হাজার ৮২৭ জন। পিরোজপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ৩২ হাজার ৬৫৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলমগীর হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার ১০৫ ভোট। এ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৬৪টি। জয়ী প্রার্থী ২৫ হাজার ৫৫৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয় অর্জন করেন। পিরোজপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ সোহেল মঞ্জুর ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৫ হাজার ১৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী শামীম সাঈদী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯৬ হাজার ৮৯৭ ভোট। এ আসনে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ৩০ হাজার ২৩৮। বিজয়ী প্রার্থী ৮ হাজার ২৮৮ ভোটের ব্যবধানে জয় পান। পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. রুহুল আমিন দুলাল ধানের শীষ প্রতীকে ৬৩ হাজার ৭৯১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোটের জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী ডা. মো. শামীম হামিদী শাপলা কলি প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৬১৬ ভোট। এ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯৮৭টি। বিজয়ের ব্যবধান ২৭ হাজার ১৭৫ ভোট। উল্লেখ্য, মাসুদ সাঈদী ইন্দুরকানী (জিয়ানগর) উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান এবং পিরোজপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে। আহমেদ সোহেল মঞ্জুর ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবং ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ছিলেন। রুহুল আমিন দুলাল মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যা বলছে বৈশ্বিক গণমাধ্যম

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে বৃহস্পতিবার। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি, তবে বেসরকারি ফলাফল বলছে যে সদ্য শেষ হওয়া ভোটে ২ শতাধিক আসনের জয়ী ৩ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক

কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ০১ ফাল্গুন ১৪৩২

আসন্ন রমজানে মুসল্লিদের নামাজ আদায় নিয়ে শঙ্কা, নিষিদ্ধ তরুণরা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মুসলিমদের কাছে তৃতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান ফিলিস্তিনের 'আল-আকসা' মসজিদ। আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে এই আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশ আরও সীমিত করার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ৩ এর পাতায় দেখুন

চরমোনাই পীরের তিন ভাইয়ের শোচনীয় পরাজয়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

নিজে প্রার্থী নন। তবু নির্বাচনের মাঠে তাঁর উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। মঞ্চে, মিছিলে, গণসংযোগে। চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীমের কণ্ঠ শোনা গেছে দেশের নানা প্রান্তে। প্রতিদিনই তার উপস্থিতি ছিল গণমাধ্যমে। চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এ নির্বাচনে সারা দেশে ২৫৩ জন প্রার্থী দেয়। হাতপাখার প্রার্থী থেকে দলীয় কর্মীদের চোখে ছিল প্রত্যাশা। জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী আওয়ামী লী?গের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে রাজনৈতিক মানচিত্রে কিছুটা বদল আসবে বলে আশা ছিল তাদের। হাতপাখার ২৫৩টি আসনের মধ্যে বরগুনা-১ আসনে সেই প্রত্যাশার আংশিক ছাপ পড়েছিল। সেখানে হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী অলি উল্লাহ জয় পেয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের সংসদীয় রাজনীতিতে এটি প্রথম ৩ এর পাতায় দেখুন

কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছে মানুষ, বাড়তি ভাড়ার খড়গ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল নতুল্লাবাদ থেকে দূরপাল্লার যানবাহন ছাড়তে শুরু করেছে। দুই দিন গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকার পরে শুক্রবার দুপুর তিনটা থেকে বরিশালের অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল শুরু হয়। সরেজমিনে নতুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, বাস স্টেশনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সবাই ছুটছে কর্মস্থলের উদ্দেশে। যাত্রীদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। তবে যাত্রী নিরাপত্তা ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণে নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে রয়েছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা ছিল শুক্রবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিজ ৩ এর পাতায় দেখুন

বরগুনায় হাত বিচ্ছিন্নের ঘটনায় গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটায় এক যুবককে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্ন করার জেরে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে মো. আবুল বাসার সুজন (৩৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রায়হানপুর ইউনিয়নের মধ্য লেমুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উত্তেজিত জনতা সুজনের চোখ উপড়ে ফেলার পাশাপাশি তাঁর ঘরবাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বলে জানা গেছে। নিহত সুজন ওই এলাকার মৃত বজলু মিয়ার ছেলে। স্থানীয়দের দাবি, তিনি এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইল সংক্রান্ত একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একই এলাকার মন্টু মিয়ার ছেলে কালু মিয়াকে (২০) মারধর করেন সুজন। খবর পেয়ে কালুর বড় ভাই রিয়াজ (২৮) ঘটনাস্থলে ৩ এর পাতায় দেখুন

পটুয়াখালীর ৪টি আসনেই জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের বিজয়

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালীর -৪ টি আসনে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী ৪ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ (সদর)আসনে সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান, স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল (অব:) আলতাফ হোসেন চৌধুরী পেয়েছেন ১,৫২,০৮৭ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মো: ফিরোজ আলম পেয়েছেন ৫৮,১৬১ ভোট। পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে জামায়েত ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি কেন্দ্রীয়

বিজয়ী হয়ে ঢাকায় ফিরলেন নুরুল হক নুর

গলাচিপা প্রতিনিধি

গণঅধিকার পরিষদের সদ্য বিজয়ী পটুয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল হক নুর জরুরি কাজে হেলিকপ্টারে ঢাকায় ফিরেছেন। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টায় পটুয়াখালীর গলাচিপা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ও দুই সন্তান। তাকে বিদায় জানাতে হেলিপ্যাড মাঠে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ গোলাম মোস্তফা, গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব জাকির মুন্সিসহ বিএনপি ও গণধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনের এক ৩ এর পাতায় দেখুন

ভোলায় ২৯ প্রার্থীর জামানত হারালেন ২১ জন

ভোলা প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলার ৪টি সংসদীয় আসনের ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এনডিএম ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ২১ জন প্রার্থীর ভরাডুবি হয়েছে। তারা জামানতও হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ভোলা-১ সদর আসনে ৬ জন, ভোলা-২ আসনে ৬ জন। ভোলা-৩ আসনে ৪ জন ও ভোলা-৪ আসনে ৫ জন প্রার্থী রয়েছেন। ৩ এর পাতায় দেখুন

গণভোটে 'হ্যাঁ' জয় : কী কী পরিবর্তন আসছে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হওয়া ঐতিহাসিক গণভোটে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, বিপুল ব্যবধানে 'হ্যাঁ' ভোট জয়যুক্ত হয়েছে। এর ফলে 'জুলাই জাতীয় সনদ'-এর আওতায় সংবিধানের ৪৮টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের পথ চূড়ান্তভাবে উন্মোচিত হলো। একনজরে গণভোটের ফলাফল- মোট ভোটার : ১২ কোটি ৭৭ লাখের বেশি। ভোট প্রদানের হার : ৬০.২৬ শতাংশ। 'হ্যাঁ' ভোট : ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯টি। 'না' ভোট : ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭টি।

বরিশাল অঞ্চলে একমাত্র নারী হিসেবে ইলেন ভুট্টো জয়ী

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল অঞ্চলে একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে ঝালকাঠি-২ আসনে (সদর-নলছিটি) বিএনপির ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ১০০ ভোট। তাঁর নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী এস এম নেয়ামুল করিম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৮০৫ ভোট। বৃহস্পতিবার রাতে ভোট গণনা শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, বরিশাল বিভাগের ২১টি আসনে ১২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র দুজন, যা শতকরা ২ ভাগেরও কম। তাঁরা হলেন

ফুল নিয়ে পরাজিত প্রার্থীর বাড়িতে বিএনপির আবুল হোসেন

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি

বরিশাল-০৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত প্রার্থীর বাড়িতে ফুল নিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপির প্রার্থী আবুল হোসেন খান। নির্বাচনের পর এমন উদ্যোগ স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামের প্রার্থী মাওলানা মাহমুদ নবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রায় ৩২ হাজার ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

কলাপাড়ায় ৩০ বছর পর বিএনপির আনন্দ মিছিল

কলাপাড়া প্রতিনিধি

দীর্ঘ নদী পথে পেড়িয়ে লঞ্চ, ট্রলারসহ বিভিন্ন নৌযানে করে বিশাল বিজয় মিছিল নিয়ে পটুয়াখালী- ৪ আসনের বিজয়ী প্রার্থী বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনকে ফুলেল শুভেচছা জানাতে কলাপাড়ায় আসছে মানুষ। শুক্রবার দুপুরের দিকে পটুয়াখালী-৪ আসনের ২ এর পাতায় দেখুন

বিজিত প্রার্থীকে নিয়ে কাজ করতে চান মাসুদ সাঈদী

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুর জেলায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-১ আসনে বিজয়ী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী জানিয়েছেন, তিনি এলাকার উন্নয়নে বিজিত প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চান। শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টায় পিরোজপুর শহরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান। প্রয়াত মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর পুত্র মাসুদ সাঈদী বলেন, 'বিজিত প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে চাই'। তিনি আরও বলেন, 'পিরোজপুর-১ আসনের ৩ এর পাতায় দেখুন

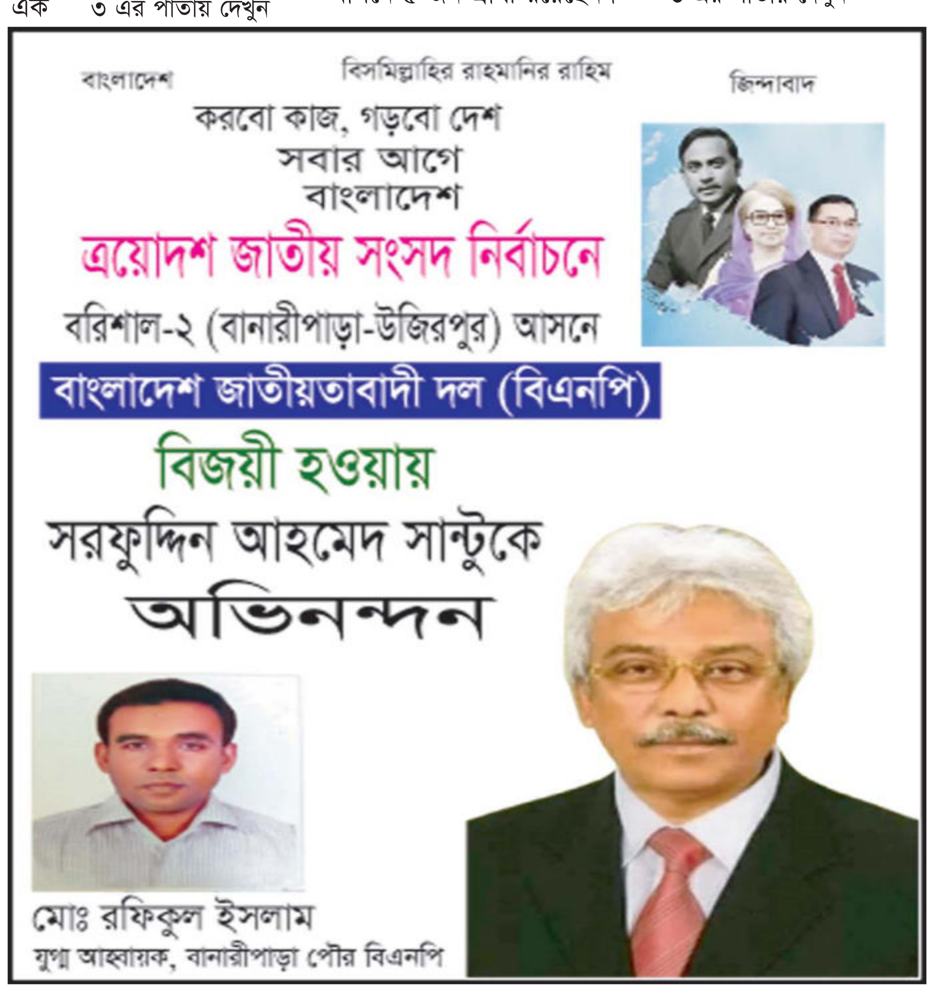

পরাজিত প্রার্থীর বাসায় গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ, রাজনীতিতে নজির

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনা-২ (পাথরঘাটা-বামনা-বেতাগী) আসনে দেখা গেল রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'ধানের শীষ' প্রতীকে বিজয়ী প্রার্থী নুরুল ইসলাম মনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর পরাজিত প্রার্থী ডা. সুলতানের বাসভবনে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ডা. সুলতানের বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করেন নবনির্বাচিত এই সংসদ সদস্য। সাক্ষাৎকালে নুরুল ইসলাম মনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমরা দুই ভাই। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ ৩ এর পাতায় দেখুন

বেগম জিয়ার মাগফিরাত কামনায় মঙ্গুর উদ্যোগে দোয়া-মোনাজাত

মুলাদী প্রতিনিধি

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে, সাবেক সফল ৩বারের প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ও এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরস্কুশ বিজয় অর্জনে শুকরিয়া আদায় করে মুলাদী-বাবুগঞ্জ আসনের বিজয়ী সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এ্যাড. জয়নুল আবেদীন সহ বরিশালের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুরের তিন আসনে বিএনপির দু'টি, একটিতে জামায়াত

পিরোজপুর প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর জেলার তিনটি সংসদীয় আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত ফলে পিরোজপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী এবং পিরোজপুর-২ ও পিরোজপুর-৩ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা। সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা। সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com